জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন সভা

ভূমিকা:

কোস্ট ট্রাস্ট নারী-পুরুষের সমতা অর্জন তথা জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জেন্ডার ইস্যুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রস কাটিং ইস্যু হিসাবে বিবেচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। আর একাজটি যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোস্ট ট্রাস্ট এর সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতিমালা রয়েছে যা সঠিকভাবে প্রতিপালনে প্রতিষ্ঠানটি সদা সচেষ্ট থাকে। সংস্থাটি বিশ্বাস করে নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্যকরণের মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন এবং সমতা বিধান সম্ভব।

একইসাথে এই প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখতে প্রতিষ্ঠানটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পৃথক একটি নীতিমালা তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই তাগিদ থেকে গত ১৪ মে, ২০০৯ সালে প্রদত্ত মহামান্য হাইকোর্টের দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুযায়ি একটি 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করে। সেখানে কোন কর্মী যদি, নারী কর্মী /উপকার ভোগির প্রতি যৌন হয়রানি/নির্যাতন বিষয়ক ইস্যুর সাথে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সংস্থার শৃংখলা অনুযায়ি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এই উদ্দেশ্যে সংস্থার সকল নারী কর্মীকে নিয়ে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াসে ভোলা, নোয়খালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার এই চারটি অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক 'জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা' এর আয়োজন করে সংস্থা। যেখানে নারীকর্মীগণ তাদের প্রাপ্য সুবিধাদি, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্যাসমূহ সমাধানে উদ্যোগী হন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ কক্সবাজার অঞ্চলে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা আয়োজনে যৌথভাবে সমন্বয় করেন ফেরদৌস আরা রুমী, প্রধান-জেন্ডার ও প্রশিক্ষণ এবং রাশিদা বেগম, রিজিওনাল টীম লিডার।

সভা আয়োজনের লক্ষ্য:

- জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি এই সভার অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্দেশ্যসমূহ:

- এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মীকে, নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারে বিশ্বাসী করা;

- পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও সংস্কৃতি বিলোপের ক্ষেত্র হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অঙ্গিকার করা;

- সব ধরনের কাজ করার ক্ষমতাই নারীরা রাখে, এমন উদাহরণ সৃষ্টি করে সকলকে উৎসাহিত করা;

- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের অশোভন বাক্য, মন্তব্য ও আচরণ করা বা প্রদর্শন ইত্যাদি থেকে প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা;

- সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয় ধরনের কর্মীকেই সমভাবে বিবেচনা করা এবং

- জেন্ডার নীতিমালা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা যথাযথভাবেমেনে চলা।

পদ্ধতি:

- নিবিড় বৈঠক
- আলোচনা
- উপস্থাপনা উপস্থাপন

ভোলা এবং আউটরীচ আঞ্চল

বিএমটিসি

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪; শুক্রবার, সকাল ১০.০০টা

প্রথম ভাগ:

জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভোলা এবং আউটরীচ (নারীকর্মী)অফিসের সকল কর্মীর সঙ্গে গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ দিনব্যাপি সভা পরিচালিত হয়। সভাটি দুই ভাগে সম্পন্ন হয়। প্রথম সভায় উক্ত অঞ্চলের সকল নারী কর্মী এবং দ্বিতীয় সভায় সকল পুরুষ কর্মী অংশগ্রহণ করেন। সভা সঞ্চলনা করেন রিজিওনাল টীম লিডার রাশিদা বেগম। জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন পর্যালোচনা, সংস্থার জেন্ডার নীতিমালা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা উপস্থাপন করেন প্রধান - জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ ফেরদৌস আরা রুমী। সভায় মোট ১৭৮ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, নারীর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ, মর্যাদাহানিকর কোন কথা বা কাজ না করা, প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার নীতিমালা, কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য কেমন পরিবেশ থাকা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় নারী কর্মীদের সাথে

ফেরদৌস আরা রুমী নিবিড় সভা পরিচালনা করেন। নারীদের সাথে পরিচালিত নিবিড় সভায় কর্মীরা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়:

- কাজ বুঝতে সমস্যা হলে বা কোন ভুল ত্রুটি বা আসতে দেরি হলে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করা এবং কটু মন্তব্য করা; যেমন – ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দে, লাথি দিয়ে বের করে দে, চাকুরি ছেড়ে চলে যাও ইত্যাদি মন্তব্য করা ;
- একাউটেন্টরা বলেন, এত কিছু বুঝিনা দরকার হলে রাত ১০.০০টায় গিয়ে টাকা নিয়ে আসেন;
- মেয়েদের ঋতু চলাকালীন ছুটি চেয়েও ছুটি না পাওয়া
- ফিল্ড থেকে/যানবাহন না পাওয়ার কারণে অফিসে আসতে দেরি হয়ে গেলে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া;
- ছুটি চাইলে গেলে সমিতি করবে কে বলে ছুটি না দেয়া;
- অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নারী কর্মীদের জুনিয়র কর্মী দ্বারা অপমানিত হওয়া, যেমন–বুড়া হয়ে গেছেন এখনও কিচ্ছু বুঝেন না ইত্যাদি মন্তব্য শোনা;

এরপর প্রধান–জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সম্প্রতি সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা সকলের নিকট উপস্থাপন করেন এবং যৌন হয়রানি কোন বিষয়গুলোকে বুঝাবে এবং কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা উপস্থাপন করেন। এর মধ্যদিয়ে প্রথমভাগের সভার সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় ভাগ:

সংস্থার নারী কর্মীদের সাথে আলোচনার পর দুপুরের খাবারের বিরতি শেষে দ্বিতীয় ভাগের সভা শুরু হয় যেখানে সংস্থার (ভোলা) সকল পুরুষ কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এই সভা সঞ্চালনা রিজিওনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর নূরে আলম। প্রথম সভায় উত্থাপিত অভিযোগের আলোকে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নে নারী সহকর্মীদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিৎ সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রধান– জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ, ফেরদৌস আরা রুমী। এ সময় তিনি বলেন, নারীর প্রতি যেকোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ, কটুক্তি, যৌন হয়রানিসহ যেকোন ধরনের আচরণে সংস্থা শূণ্য সহিষ্ণুতা প্রকাশ করবে। শুধু তাই নয় নারীকে আরো বেশি দায়িত্বশীল এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংস্থা নারী কর্মীদের প্রতি ইতিবাচক বৈষম্য করবে। যদি এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে সংস্থার শৃংখলা অনুযায়ি তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ফেরদৌস আরা রুমী আরো বলেন, যেসকল অভিযোগ নারী কর্মীদের দিক থেকে উপস্থাপিত হয়েছে তা অত্যন্ত জঘন্য এবং এটা যদি ভবিষ্যতে চলমান থাকে তাহলে তা সংস্থার ভবিষ্যত কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করবে। পাশাপাশি সংস্থার সুমান ক্ষুন্ন হবে। তিনি আরো বলেন, আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে নারীকে পুরুষের তুলনায় বেশি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বস্তুত এতদিন ধরে তৈরিকৃত ও বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার দায় থেকে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

এরপর প্রধান-জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সম্প্রতি সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা সকলের নিকট উপস্থাপন করেন এবং যৌন হয়রানি কোন বিষয়গুলোকে বুঝাবে এবং কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা উপস্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুত:

ফেরদৌস আরা রুমী
প্রধান- জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ